নৃতত্ত্বে সমপ্রেম

অর্ণব দত্ত

সমপ্রেমের সামাজিক গঠন নিয়ে আলোচনাকালে গবেষকগণ সমকামিতা শব্দটিকে ব্যবহার করেন বহুবচনে। তাঁদের মতে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধারায় সমকামিতা চর্চিত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার সমাজব্যবস্থায়। এই বিভিন্নতাকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ স্টিফেন ও. ম্যুরে ঃ

১। ইগ্যালিটারিয়ান ঃ বয়সের বাধা অতিক্রম করে দুই সঙ্গীর সমপ্রেম। পাশাপাশি এদের কিছু স্বাভাবিক সামাজিক সম্পর্কও বর্তমান থাকে। উদাহরণস্বরূপঃ বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে সমলিঙ্গ ও সমবয়স্কদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের কথা বলা যায়।

২। লিঙ্গ-ভিত্তিক ঃ দুই সঙ্গীর দুই প্রকার লিঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় এর চর্চা দেখা যায়। বর্তমান সমাজব্যবস্থার লিঙ্গপরিবর্তন ব্যবস্থাও এর অন্তর্গত। আলবেনিয়ায় একজন নারী 'আলবেনিয়ান কুমারী' নির্বাচন করতে পারে, যার আচার-আচরণ ও অধিকার হয় সম্পূর্ণ পুরুষের মত। উত্তর আমেরিকার মেয়েদের বাচ/ফেমে সংস্কৃতির চর্চাও সমকামিতার নিদর্শন।

৩। বয়স-ভিত্তিক ঃ ভিন্ন বয়সের দুই সঙ্গীর প্রেম, কমপক্ষে এক প্রজন্মের ব্যবধানে থাকা দুজনের। প্রাচীন গ্রীসের পেডেস্ট্রী সংস্কৃতি বা সামুরাই ব্যবস্থার মধ্যে পরিলক্ষিত হত। দক্ষিণ চিনের বালক-বিবাহ প্রথা বা মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু প্রচলিত ব্যবস্থায় দেখা যায়।

[পেডেস্ট্রী ও সুডো বিষয়ে পরে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।]

লিঙ্গ-ভিত্তিক ও বয়স-ভিত্তিক সম্পর্কে দেখা যায় একজন সঙ্গীকে প্যাসিভ বা অক্রিয় ও অন্যজনকে অ্যাকটিভ বা ক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। পুরুষদের মধ্যে অক্রিয় সঙ্গীর কাজ রেতঃ গ্রহণ করা অর্থাৎ, যৌন-সঙ্গমের সময় অপর সঙ্গীকে মেহন করা। মনে করা যেতে পারে, ক্রিয় সঙ্গীকে যৌন-আনন্দ দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। যদিও সবক্ষেত্রে তা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ডে লিঙ্গ-ভিত্তিক নারী সমকামিতায় ক্রিয় সঙ্গী (টমস) অক্রিয় সঙ্গীর (ডী) আনন্দবিধান করে। শুধু তাই নয় ডী'র কাছ থেকে কোনোরূপ আনন্দ নিতেও অস্বীকার করে।

কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ চতুর্থ ধরণের সমকামিতার কথা বলে থাকেন - শ্রেণী-ভিত্তিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা উপোরক্ত তিন বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত।

কোনো সমাজব্যবস্থায় একপ্রকার সমকামিতার প্রাধান্য দেখা গেলেও অন্যান্য ধরণগুলিও তার সাথে সহাবস্থান করে। ঐতিহাসিক রিচার্ড নর্টন তাঁর *ইন্টারজেনেরেশন্যাল অ্যান্ড ইগ্যালেটোরিয়ান মডেলস'*এ দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন গ্রীসে ইগ্যালেটোরিয়ান মডেলটি পেডেস্ট্রী চর্চার সাথে সহাবস্থান করত। আর কি সমপ্রেম কি বিষমপ্রেম, প্রেমস্পদ হিসাবে কিশোর-কিশোরীকে নির্বাচনের প্রবনতা তো আজও বর্তমান। পাশ্চাত্যদেশে ইগ্যালেটোরিয়েন ব্যবস্থাই প্রাধান্য অর্জন করছে। এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীর সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ছে ধীরে ধীরে। বর্তমানকালে সমকামিতার বিস্তার প্রসঙ্গে ঘটনা ও উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশে ইগ্যালেটোরিয়ান ব্যবস্থার প্রাধান্য বেশি চোছে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৪ নির্বাচনের এক্সিট পোলের মতে সে দেশের মোট ৪% ভোটার ঘোষিত সমকামী।

পাদটীকা

দ্বি-সত্ত্বা (Two Spirit)ঃ তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের দ্বিসত্ত্বা বা টু স্পিরিট

নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রধানতঃ কানাডিয়ান ফার্স্ট নেশন ও উপজাতীয় আমেরিকায় এদের প্রাধান্য দেখা যায়। অবশ্য দেশভেদে ও নাম ভেদে এরা ভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতির হয়।

হিজরা ঃ ভারত ও উপমহাদেশে দ্বিসত্ত্বাদের নাম। নিম্নলিখিত বইগুলিতে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে

১। ভারতের হিজরে সমাজ, অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬, মূল্য ৭৫ টাকা। (বইটি কলেজস্ট্রীটে পাবেন ৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩)

২। হিজড়ে সমাজ - মানবিক অনুসন্ধান, নীহার মজুমদার, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

ক্রমশঃ